১৪

২৬.৬.২০২৪

সিটি. নং ১১

এসবি

২০২৩ সালের ডাবলুপি.সিটি ১৪২

শ্রীমতী কল্পিতা মল্লিক ও অন্যান্য

বনাম

ন্যাশনাল প্রজেক্টস কনস্ট্রাকশন কর্পোরেশন লিমিটেড ও অন্যান্য

শ্রী উজ্জ্বল রায়

শ্রী অর্পা চক্রবর্তী

... আবেদনকারীদের জন্য

কুমারী রাখি শ্রাফ্ট

... উত্তরদাতাদের জন্য।

২০১৯ (কলকাতা)-এর ১৪৬৯ নং ও. এ-র মূল আবেদনে নিম্নোক্ত বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত ১৯.৬.২০২৩ তারিখের আদেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বর্তমান রিট আবেদনটি চালু করা হয়েছে। ১৯.৬.২০২৩ তারিখের আদেশের কার্যকরী অংশটি নিম্নরূপঃ

৭। এই পরিপ্রেক্ষিতে, যা লক্ষ্য করা যায় তা হল আবেদনকারী প্রকৃত অর্থপ্রদানের তারিখ পর্যন্ত অর্থাৎ '১০.০২.২০১৭' থেকে '২৮.১১.২০১৫' থেকে সুদের অধিকারী হবেন। বর্তমান ও. এ. আংশিকভাবে ৭,১২,৫৪১/- টাকার সুদ প্রদানের জন্য অনুমোদিত, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ২ মাসের মধ্যে প্রকৃত অর্থপ্রদানের তারিখ পর্যন্ত প্রতি বছর '@৮'% সুদ প্রদান করবে।

০১.০২.২০১৯ তারিখের অফিস অর্ডার, আবেদনকারীর প্রতিনিধিত্ব প্রত্যাখ্যান করে, ভিডিও স্পিকিং অর্ডার বাতিল করা হয়েছে এবং উপরোক্ত পরিমাণে আলাদা করে রাখা হয়েছে।

৮। উপরের নির্দেশাবলীর সাথে, এই ও. এ. নিষ্পত্তি হয়ে যায়। কোন খরচ নেই।

এই রিট আবেদনের দিকে পরিচালিত তথ্যগুলি হল যে একজন অভিজিৎ মল্লিক, যেহেতু মৃত, একজন কর্মচারী হিসাবে কাজ করার পরে জাতীয় প্রকল্প নির্মাণ কর্পোরেশনের (সংক্ষেপে, কর্পোরেশন) ৩০.৪.২০১০-এ অবসর গ্রহণ করেছে।

কর্পোরেশন কোনও শৃঙ্খলামূলক কার্যধারা অবলম্বন না করে মেটেরিয়াল অ্যাট সাইট (এমএএস)-এর মূল্যের জন্য ৭,১২,৫৪১/- টাকা এবং তার টার্মিনাল সুবিধা থেকে সুদের বিপরীতে ৩৪,৭৯৫/- টাকা কেটে নেয়।

শ্রী মল্লিক, যেহেতু মৃত ব্যক্তি কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কাছে এই পরিমাণ অর্থ ফেরতের জন্য আবেদন করেছিলেন কিন্তু তাঁর আবেদনটি উপেক্ষা করা হয়েছিল। আবেদনকারী ২০১৫ সালের ও. এ. নং ৬৬ নম্বর একটি মূল আবেদন সহ বিজ্ঞ ট্রাইবুনেলে গিয়েছিলেন, যা তাতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আপিল নিষ্পত্তি করার জন্য উত্তরদাতাদের নির্দেশ দেওয়ার নিষ্পত্তি করা হয়েছিল।

২০১৭ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারি চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর নির্ধারণ করেন যে এই ছাড়টি ভুল ছিল। পরবর্তীকালে,

২০১৭ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারি, এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শ্রী মল্লিককে ৭,১২,৫৪১/-টাকার একটি চেক জারি করা হয়।

অর্থ প্রাপ্তির পর, আবেদনকারী সংশ্লিষ্ট উত্তরদাতার কাছে আবেদন করেন যে সময়ের মধ্যে এটি আটকে রাখা হয়েছিল তার পরিমাণের উপর অর্জিত সুদ মঞ্জুর করার জন্য। আবেদনটি প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও, কোনও সুদ মঞ্জুর করা হয়নি। এর ফলে, আবেদনকারী ২০১৭ সালের ও. এ. নং ৬৭৬ নামে একটি মূল আবেদন দায়ের করেন, যা ১৯ জুলাই, ২০১৭ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়, যাতে সংশ্লিষ্ট উত্তরদাতাদের সুদ প্রদানের জন্য শ্রী মল্লিকের অনুরোধ বিবেচনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর ০১.০২.২০১৯ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে শ্রী মল্লিকের সুদের দাবি অস্বীকার করে একটি কারণ উল্লেখ করে যে আবেদনকারী তার দায়িত্বের প্রতি অবহেলা করেছিলেন। স্পষ্টতই, তারিখের ১.২.২০১৯ আদেশটি এর আগে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল ট্রাইব্যুনাল আরেকটি মূল আবেদনে ২০১৯ সালের ও. এ. নং ১৪৬৯।

শেষ পর্যন্ত, বর্তমান রিট আবেদনে আরোপিত আদেশের মাধ্যমে, বিদ্বান ট্রাইব্যুনাল ২০১৯ সালের ও. এ. নং ১৪৬৯-এর মাধ্যমে মূল আবেদনের নিষ্পত্তি করে ঘোষণা করে যে আবেদনকারী ২৮.১১.২০১৫ থেকে সুদ পাওয়ার অধিকারী হবেন।

আবেদনকারী সুদ অর্জনের জন্য এই ধরনের কাট-অফ তারিখ নির্বাচন করে ব্যথিত।

আবেদনকারীদের পক্ষে উপস্থিত আইনজীবী শ্রী রায় বলেন যে যদিও বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল নির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করেছে যে আবেদনকারী কেটে নেওয়া পরিমাণের উপর সুদ পাওয়ার

অধিকারী তবে নির্বিচারে সুদ অর্জনের জন্য ২৮.১১.২০১৫ এর একটি কাট-অফ তারিখ নির্ধারণ করেছে। তিনি যুক্তি দেখান যে এই ধরনের কাট-অফ তারিখ নির্বাচনের জন্য কোনও কারণ নির্ধারণ করা হয়নি। তিনি জমা দেন যে সংশ্লিষ্ট উত্তরদাতাদের অবসর গ্রহণের তারিখ থেকে প্রকৃত অর্থ প্রদানের তারিখ পর্যন্ত সুদ ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া উচিত।

কুমারী শ্রফ, উত্তরদাতাদের পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান উকিল এই ধরনের আবেদনের তীব্র বিরোধিতা করেন। তিনি বিদ্বান ট্রাইব্যুনালের আদেশকে রক্ষা করতে চান এই যুক্তি দিয়ে যে বিভাগ একটি আদেশ পাস করে বিশেষভাবে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে আবেদনকারী তার কর্তব্যের প্রতি অবহেলা করেছিলেন এবং সেই অনুযায়ী একটি পরিমাণ কেটে নেওয়া হয়েছিল। তবে, শেষ পর্যন্ত, পরিমাণটি ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে বিদ্বান ট্রাইব্যুনাল কাট-অফ তারিখ নির্ধারণের ক্ষেত্রে তার বিচক্ষণতা প্রয়োগ করেছে, এবং এইভাবে, এই আদালতের সামনে বিদ্বান ট্রাইব্যুনালের আদেশে হস্তক্ষেপ করার কোনও সুযোগ নেই।

পক্ষগুলির পক্ষে শিক্ষিত উকিলদের কথা শুনেছেন এবং পর্যালোচিত নথিভুক্ত উপকরণ।

রেকর্ড থেকে জানা যায় যে, কোনও শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রম শুরু না করেই উত্তরদাতারা কর্মচারীর দায়িত্ব পালনে অবহেলার কথা উল্লেখ করে গ্র্যাচুইটির পরিমাণ থেকে এটি একটি সাধারণ আইন যে আদালত বা ট্রাইবুনেলগুলিকে অবশ্যই তাদের বিচক্ষণতা প্রয়োগ করতে হবে, আইনের স্থিরীকৃত নীতি দ্বারা পরিচালিত হতে হবে এবং তাদের ইচ্ছা এবং কৌতুহল অনুযায়ী নয়। উত্তরদাতাদের প্রতিনিধিত্বকারী বিদ্বান উকিলের দ্বারা উত্থাপিত যুক্তি যে কর্মচারীর অবসর গ্রহণের তারিখ থেকে সুদ দেওয়ার ক্ষেত্রে বিদ্বান ট্রাইবুনেল তার বিচক্ষণতা প্রয়োগ করতে অস্বীকার করেছে, এই আদালতকে এই সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ

করতে বাধা দেয়, বিচারিক পর্যালোচনার ক্ষমতা প্রয়োগ করে আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

এটি লক্ষণীয় যে সুদ কোনও জরিমানা বা শাস্তি নয় বরং মূল পরিমাণের উপর একটি স্বাভাবিক বৃদ্ধি। অতএব, যারা পরিমাণটি আটকে রাখে তারা সঠিক মালিককে সুদ দিতে দায়বদ্ধ। উপরন্তু, কর্মচারীর জন্য প্রযোজ্য গ্র্যাচুইটি আইন কোনও অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীর কাছ থেকে গ্র্যাচুইটি বা তার কোনও অংশ আটকানোর জন্য উত্তরদাতাদের অনুমোদন দেয় না শৃঙ্খলামূলক কার্যধারা শুরু না করে বা

একটি বৈধ কারণ প্রদান করে। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে কোন বিলম্ব কেটে নেওয়া অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে কর্মচারীকে দায়ী করা যায় না।

এই ধরনের পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা মনে করি যে ন্যায়বিচার প্রদান করা হবে যদি উত্তরদাতাদের কর্মচারীর অবসর গ্রহণের তারিখ থেকে প্রকৃত অর্থপ্রদানের তারিখ পর্যন্ত সুদ প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়।

তদনুসারে, বর্তমান রিট আবেদনে আরোপিত আদেশটি এমনভাবে সংশোধন করা হয়েছে যে, উত্তরদাতারা আবেদনকারীদের প্রতি বছর ৮ শতাংশ হারে সাধারণ সুদ প্রদান করবেন ০৭,১২,৫৪২/- টাকা -১.৫.২০১০ থেকে ১০.০২.১০১৭ পর্যন্ত। এই আদেশের যোগাযোগের তারিখ থেকে চার সপ্তাহের মধ্যে উত্তরদাতাদের দ্বারা এই অর্থ প্রদান করা হবে।

এই পর্যবেক্ষণ এবং নির্দেশাবলীর সাথে, রিট আবেদনটি এইভাবে নিষ্পত্তি করা হয়।

এই আদেশের জরুরি ফটোস্ট্যাট প্রত্যয়িত অনুলিপি, যদি আবেদন করা হয়, প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হওয়ার পরে পক্ষগুলিকে দেওয়া হবে।

(বিচারপতি, পার্থ সারথি চ্যাটার্জি) (বিচারপতি, তপোব্রত চক্রবর্তী)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।